আয়ের পথ খুলতে পুকুর কেটে ভরসার মূলোচ্ছেদ

স্বপন সরকার ও শুভাশিস ঘটক ● কুলতলি

ফনফন করে বেড়ে উঠছিল ওরা। প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে সদ্য বেঁচে ফেরা মানুষগুলো দেখে বুকে বল পেতেন।

কিন্তু এ বার প্রকৃতি নয়, বাদ সেধেছে মানুষই। মানুষেরই লোভের বিষ উপড়ে নিয়ে গিয়েছে সেই ম্যানগ্রোভের প্রাচীর। সেই সঙ্গে সোনালি দাস, জগন্নাথ দাস, মলি দাসেদের বুকের ভরসাটুকুও। ফের ঝড় ধেয়ে এলে বাঁচাবে কে?

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির সানকিজাহান মৌজা। সেখানেই জলের ধারে প্রাণ হাতে বাস করেন সোনালি-জগন্নাথ-মলিরা। কখনও প্রবল জলোচ্ছ্বাসে মাটির বাঁধ ধুয়ে যায়। কখনও ঘূর্ণিঝড় উড়িয়ে নিয়ে যায় ঘর গেরস্থালি। যে ভাবে গত বছরের কালান্তক আয়লা ওঁদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছিল।

আর তার পরেই ঝড়ের কবল থেকে মানুষগুলোকে বাঁচাতে প্রাকৃতিক প্রাচীর তৈরির উদ্যোগ শুরু। সানকিজাহান গ্রামে জলোচ্ছ্বাস ঠেকাতে সাড়ে দশ একর জমিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ম্যানগ্রোভের চারা লাগিয়েছিল সুন্দরবনের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। গাছগুলো বাড়তে বাড়তে এক মানুষ উঁচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি যাবতীয় চেষ্টা মাঠে মারা গিয়েছে। কারণ, পুকুর কাটার জন্য ওই সব ম্যানগ্রোভ গোড়া থেকে কেটে নিয়ে গিয়েছে একদল মানুষ। বিডিও-র অনুমতি ছাড়াই!

কারা করল এই কাজ? এলাকাবাসীর অভিযোগের আঙুল বন দফতরের দিকে। বন দফতরের ব্যাখ্যা যদিও অন্য রকম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনাধিকারী শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "ওখানে মিনি সুন্দরবন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। তাই আমরা জংলা গাছ সাফাই করেছি।"

গ্রামবাসী অবশ্য পরে 'জানতে পেরেছেন' যে, জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্তে ওখানে 'মিনি সুন্দরবনের' নাম করে পুকুর কাটা হচ্ছিল। দু'টো স্লুইস গেটও বসানো হয়েছিল। এবং পুকুরের স্বার্থেই ম্যানগ্রোভের বন নিকেশ করে ফেলা হয়েছে! যে প্রসঙ্গে কুলতলির বিডিও সুভাষ শিকারি জানাচ্ছেন, "আমি তদন্ত করতে গিয়ে দেখেছি, বিনা অনুমতিতে নবীকুর নদীর চরে যে ভাবে পুকুর কাটা হয়েছে, তা সর্বৈব বেআইনি।" প্রশাসন পুকুর কাটা স্থগিত করে দিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক খলিল আহমেদের কথায়, "আমি ওখানে আপাতত কাজ বন্ধ করতে বলেছি। দেখছি, কী করা যায়।"

ম্যানগ্রোভের বন কেটে পুকুর।— রাজীব বসু

প্রশাসন 'দেখছে' বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বিপর্যয়ের প্রহর গুনছেন তরুবালা-রুমকি-কল্পনা দাসেরা। বলছেন, "ভরা বর্ষায় নদী ফের সব ভেঙে ডাঙায় উঠতে পারে। তার উপরে শীতের মুখে ঘূর্ণিঝড়ের ভয়। মানুষ-সমান গাছগুলো আমাদের বাঁচাতে পারত। এখন কীসের ভরসা?" সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান তুষার কাঞ্জিলাল বলেন, "দু'বছরে আমরা সুন্দরবনের এই সব জায়গায় ১ লক্ষ ৯ হাজার ম্যানগ্রোভ লাগিয়েছি। আমরা মনে করি, একটা ম্যানগ্রোভ মানে একটা মানুষের প্রাণ। একটা ম্যানগ্রোভ কাটা মানে এক জনকে খুন করা।" তুষারবাবুর অভিযোগ, "পুকুর কাটার জন্য যে আধ লাখ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পাহারাদারের কাছে খবর পেয়ে আমি বিডিও- কে চিঠি লিখি।"

কিন্তু হঠাৎ পুকুর কাটার উদ্যোগ কেন? উদ্যোগীই বা কারা? স্থানীয় মানুষ বলছেন, পুকুর হলে স্লুইস গেটের সাহায্যে নদীর মাছ তাতে ঢুকিয়ে বড় করা যাবে। মাছ বড় হলে তা বেচে দু'পয়সা আসবে। সানকিজাহান মৌজায় এ হেন বেআইনি মাছের ভেড়ি তৈরির পিছনে মুষ্টিমেয় লোকের রোজগারের পথ পরিষ্কার করাই যে মূল উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে মোটামুটি সকলে একমত।

এবং এই উদ্যোগের নেপথ্যে স্থানীয় বিধায়কের 'উপস্থিতির কথাও এখন সর্বজনবিদিত। গ্রামবাসী থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন, এমনকী সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ও এই ঘটনার পিছনে আর্থিক কারণকে দায়ী করে বলেছেন, "বিধায়ক কয়েক জনের উপার্জনের স্বার্থে পুকুর কেটে মাছ চাষ করতে গিয়েছিলেন। জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে।"

খোদ জনপ্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে জন-বিরোধী কাজ? আশ্চর্য বই কী! *(চলবে)*